নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল ঃ পরীক্ষা বাতিল ।। শহরে তীব্র উত্তেজনা ।। আরও গ্রেফতার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত সোমবার তোলারাম কলেজ এইচ, এস, সি, পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে আবু আউয়াল নামক একজন ছাত্রের মৃত্যুর পর গতকাল (মঙ্গলবার) নারায়ণগঞ্জে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করে। শহরে স্বতস্ফূর্তভাবে অর্ধ বেলা হরতাল পালিত হয়েছে। সরকারী প্রশাসন উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তোলারাম কলেজ ও মহিলা কলেজ কেন্দ্রে চলতি এইচ, এস, সি পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে। এদুটি কেন্দ্রের পরবর্তী পরীক্ষা ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ২টায় তোলারাম কলেজের প্রায় তিনশ' গজ উত্তরে একটি হাত বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এতে কেউ হতাহত হয়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে পটকার আওয়াজ পাওয়া গেছে। পুলিশ গতকাল আরো ১১ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকালের নারায়ণগঞ্জ

গতকালের নারায়ণগঞ্জ ছিল উত্তেজনাপূর্ণ ও থমথমে। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই শহরে কয়েক প্লাটুন আর্মড পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রশাসন কড়া পুলিশী প্রহরার মধ্যে রাত ১২টা থেকে শহরে মাইকযোগে প্রচার করে যে, তোলারাম ও মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পরবর্তী এইচ,এস,সি পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে। প্রশাসন পরীক্ষার্থীদের গতকাল (মঙ্গলবার) সকালে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আহ্বান জানায়।

ভোর থেকে নারায়ণগঞ্জ শহরের কোথাও যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়নি। কোন দোকানপাট খোলেনি। প্রশাসন পুনরায় রিক্সা, বাস ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল ও দোকানপাট খোলার জন্য উদ্যোগ নেয়। এর ফলে কয়েকটি বাস চলাচল শুরু হয়। হরতালকারীরা শহরের কয়েকটি স্থানে যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। এরপর থেকে শহরে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মহিলা কলেজ সংলগ্ন চাষাড়ার মোড় থেকে কড়া পুলিশী প্রহরার মধ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে বাস চলাচলের উদ্যোগ নেয়া হয়। জামতলা, কবরস্থান সহ আরো কয়েকটি জায়গা থেকে পুনরায় যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়া হয়। এর পর কয়েক ঘন্টা নারায়ণগঞ্জ ঢাকা সড়কে সরাসরি যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা পিকেটিংকারীদের ধাওয়া করে। ১২টার পর থেকে যানবাহন চলাচল পুনরায় শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত নারায়ণগন্জ ঢাকার মধ্যে ট্রেন চলাচল করেছে। বেলা পৌনে ১১টায় কিছু পিকেটিংকারী চাষাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রায় ৪শত গজ উত্তরে ঢাকা থেকে আগত ১০ ডাউন মেইল ট্রেনটি আটকে দেয়। রেল লাইনের উপর ব্যারিকেড দিলে এ ট্রেনটি বেশ কিছু সময় আটকে থাকে। পরে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলে এবং ট্রেনটি নারায়ণগঞ্জে আসে।

তোলারাম কলেজ কেন্দ্রের অবস্থা

সকাল ৯টা থেকে তোলারাম ও মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা পায়ে হেটে হাজির হতে শুরু করে। সাড়ে ৯টায় তোলারাম কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির সংখ্যা গিয়ে দাড়ায় প্রায় আড়াইশ'র মত। কেন্দ্রে উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশ পুলিশের গুলীবর্ষণ নিহত আউয়ালের মৃত্যুর প্রতিবাদ এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। বেশ কিছু পরীক্ষার্থীকে এ সময় পিকেটিং করতে দেখা যায়। তারা অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ না নেয়ার জন্য আহ্বান জানান। এ সময় পেছনের দরজা দিয়ে বেশকিছু অধ্যাপক কলেজ ত্যাগ করেন। এঅবস্থা চলাকালে সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকার ডি,সি, এস,পি-সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা কলেজে ঢোকেন। ঢাকার ডি,সি পরীক্ষার্থীদের ডেকে অধ্যক্ষের রুমের সামনে জড়ো করেন। ডি,সি প্রায় আধ ঘন্টা পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। তিনি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, দানবের জন্য পৃথিবী নয়। মুষ্টিমেয় কিছু উচ্ছৃংখল ছাত্রের জন্য সবাই এর জের টানুক তা কেউ চায় না। তিনি গত সোমবারের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

পরবর্তীতে ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলার গাজী আবদুস সালাম বক্তৃতা করেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন: পরীক্ষার্থীরা দিনের যেকোন সময় আসলে তাদের পরীক্ষা দিতে দেয়া হবে।

পরীক্ষার্থীরা এ সময় গুলীবর্ষণের বিচার দাবী এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি এবং নিরাপত্তা দাবী করেন। ডি,সি এর জবাবে বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে কেউ বাধা দিলে আইনত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরীক্ষার্থীরা এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। তারা আস্তে আস্তে তোলারাম কলেজ পরিত্যাগ শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যে তোলারাম কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা বাইরে চলে যায়। এর পর ৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার কথা ডিসিকে জানায়। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তোলারাম কলেজ কেন্দ্র নিরাপদ নয় বলে এ কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করে ৫ জন পরীক্ষার্থীকে মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়।

মহিলা কলেজ কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে পরীক্ষার্থিনীদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। এ কেন্দ্রে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হয় কড়া পুলিশী প্রহরার মধ্যে।

মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ২৩৪ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে গতকাল ২২৪ জন অংশ নেয়। তোলারাম কলেজ কেন্দ্রের মোট ৯২৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২০ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে ১৪ জন ছাত্র ও ৬জন ছাত্রী বলে জানা গেছে পরীক্ষা শুরুর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময় না থাকায় বিকেল ৪টায় পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল বেলা ১টায়।

ঢাকার ডি,সি,র ভাষ্য

ঢাকার জেলা প্রশাসক জনাব আবুল হাসনাত মোফাজ্জল করিম গতকাল বিকেলে নারায়ণগন্জ রাইফেল ক্লাবে এই বার্তা পরিবেশককে জানান: প্রশাসন শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের উস্কানি ও সংঘর্ষ এড়িয়ে গেছে। গতকালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

তোলারাম কলেজ কেন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেন: এ কেন্দ্রে পরীক্ষা চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে তোলারাম কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়নি। এসত্ত্বেও একেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২০ জন চুপি চুপি পালিয়ে এসে পরীক্ষা দিয়েছে। তিনি আরো জানান নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ কেন্দ্রের সহ-অধ্যক্ষা মিসেস হোসনে আরা চৌধুরী বোর্ডের কন্ট্রোলারের কাছে নিরাপত্তাজনিত কারণে এ কেন্দ্রের পরীক্ষা অন্যত্র স্থানান্তরের আবেদন জানিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তোলারাম ও মহিলা কলেজ কেন্দ্রের চলতি এইচ, এস, সি পরীক্ষা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। এ দুটি কেন্দ্রের পরবর্তী পরীক্ষাগুলো ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল (সোমবার) যেসব পরীক্ষার্থী ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে শুধু তারাই পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে অংশ নিতে পারবে।

আহতদের অবস্থা

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে আমাদের প্রতিনিধি গতকাল রাতে জানান, গতকাল তোলারাম কলেজে পুলিশের গুলীবর্ষণে নিহত আবু আউয়ালের লাশ পুলিশ ময়নাতদন্তের পর নিয়ে গেছে। চিকিৎসাধীন আহতদের মধ্যে হান্নান ও আবু সাইদ গতকাল নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। আহত বাচ্চুকে অর্থোপেডিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য আহতরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল নারায়ণগঞ্জে আরো ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত সোমবার গ্রেফতারকৃত ৪৮ জনকে নিয়ে মোট গ্রেফতারের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৯-এ। এ পর্যন্ত গ্রেফতারকৃতদের কাউকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়নি।

গতকাল গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ রিক্সা ড্রাইভার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সবুর মিয়া রয়েছেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে বেশ কিছু আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী রয়েছেন। গত দু'দিন গভীর রাতে পুলিশ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ী-ঘরে হানা দিয়ে তাদের গ্রেফতার করেছে।